20 APR 2017

এসএসসির ১২ পাঠ্যবই পরিমার্জন হচ্ছে

যুগের সঙ্গে মিল রেখে এসএসসি পর্যায়ের ১২টি পাঠ্যবই পরিমার্জনের মাধ্যমে সহজ করার কাজ চলছে। শিক্ষার্থী যাতে বিষয়গুলো সহজেই বুঝতে পারে সে জন্য এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পরীক্ষার খাতায় নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য কমানো হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের খাতা মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকদের মডেল উত্তরপত্র দেয়ার পাশাপাশি গাইডলাইন দেয়া হবে। প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের চিহ্নিত করে পেশা থেকে বের করে দেয়া হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার আট ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনা হবে। হেফাজতীকরণ থেকে পাঠ্যবই মুক্ত করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়।

■ পৃষ্ঠা ১৮ : কলাম ১

এসএসসির ১২ পাঠ্যবই পরিমার্জন হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যেসব বই পরিমার্জন হবে সেগুলো হচ্ছে : বাংলা সাহিত্য, ইংলিশ ফর টুডে, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, গণিত, উচ্চতর গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান ও অর্থনীতি। এসব বিষয়ের মধ্যে শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বাংলা সাহিত্য পরিমার্জনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইংলিশ ফর টুডে বইটি দেখছেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, অধ্যাপক তাসলিমা বেগম বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা নিয়ে কাজ করছেন। গণিত, উচ্চতর গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান দেখছেন মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও মোহাম্মদ কায়কোবাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মীজানুর রহমান হিসাববিজ্ঞান ও অধ্যাপক এমএম আকাশ অর্থনীতি বই পরিমার্জনে কাজ করছেন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কবে নাগাদ বই পরিমার্জনের কাজ শেষ হবে তার দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। তবে আগামী শিক্ষা বছর থেকে এসব বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা আছে। সে অনুযায়ী কাজ চলছে। ইতিমধ্যে কার্যক্রম অনেক দূর এগিয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক জাফর ইকবাল বলেন, 'আপনারা পাঠ্যবইয়ে হেফাজতীকরণের বিষয় জানতে চাচ্ছেন। বাংলা বিষয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে অধ্যাপক শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীকে। উনি একজন শহীদ জায়া। তিনি বিষয়টি ভালোভাবে পর্যালোচনা করে আমাদের উদ্ধার করবেন বলে মনে করি।'

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে আরও কিছু কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা শিক্ষার্থীদের 'গিনিপিগ' বানিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি না। কারিকুলাম যুগোপযোগী করতে ও এতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে এ উদ্যোগ। পরিবর্তন মানেই খারাপ নয়। খারাপ অবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নততর পর্যায়ে যাওয়ার জন্যই পরিবর্তন আনা হচ্ছে। সে লক্ষ্যেই পরামর্শ নিতে গত বছরের ২৬ মে সিরডাপে মতবিনিময় করে শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট নাগরিকদের সমন্বয়ে বৈঠক শেষে এ কমিটি গঠন করা হয়েছিল।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছি তার মধ্যে আছে— কারিকুলাম আধুনিকায়ন, পাঠ্যবইয়ের বোঝা বা সংখ্যা কমানো, বইয়ের আকার ছোট করা, কেন্দ্রীয় বা পাবলিক পরীক্ষায় বিষয়ের সংখ্যা কমিয়ে স্কুল পর্যায়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, পরীক্ষার খাতায় নম্বর প্রদানে বৈষম্য কমানো ইত্যাদি। এ লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের খাতা মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকদের মডেল উত্তরপত্র দেয়া হবে। কোচিং ও গাইড বই বন্ধ করে দিয়ে, ক্লাসে শিক্ষকের পাঠদানে মানোন্নয়ন করা হবে। বিজ্ঞানের চারটি বই এবং অর্থনীতি চার রঙে ছাপানো হবে।' তিনি বলেন, 'বিজি প্রেসে প্রশ্ন ফাঁস রোধে আমরা সক্ষম হয়েছি। কিন্তু শিক্ষক নামের কিছু কুলাঙ্গার প্রশ্ন ফাঁস করছে। আমরা ইতিমধ্যে কিছু চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিয়েছি। এটা অব্যাহত থাকবে। বাকিদেরও ধরে এই পেশা থেকে বের করে দেব।'

অধ্যাপক এমএম আকাশ বলেন, 'আমি অর্থনীতির বইটি দেখছি। সেখানে কোনো ভুল থাকলে সংশোধন করা হবে। জটিলতা থাকলে সহজ করা হবে। সংবিধানের বিরুদ্ধে কিছু থাকলে বাদ যাবে।'

অধ্যাপক মনজুর আহমেদ বলেন, 'পাঠ্যবইয়ে রাতারাতি বা বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। সংস্কার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যুগের চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে তা করা হয়।'

ব্রিফিংয়ের আগে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে গঠিত কমিটির দুই ঘণ্টাব্যাপী একটি বৈঠক হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমেদ, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, বুয়েটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান, অর্থনীতিবিদ এমএম আকাশ, শহীদ জায়া অধ্যক্ষ শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, ঢাকা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব মহিউদ্দীন খানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

আগামী বছর নতুন বই পাবে শিক্ষার্থীরা

শিক্ষা ব্যবস্থার ৮ ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসছে